সমকাল

তারিখ 14 MAR 2015 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষকরা বন্ধ রেখেছেন রোকেয়া ইবি বন্ধের কারণ শিক্ষার্থীরা

২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভাগ্য অনিশ্চিত

■ সাব্বির নেওয়াজ

হরতাল-অবরোধের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ২ মার্চ থেকে খুলে দিতে উপাচার্যদের নির্দেশনা দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এতে সরকারি ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৫টিতে ক্লাস শুরু হলেও বন্ধ রয়েছে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে নয়, বিশ্ববিদ্যালয় দুটি বন্ধ রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে শিক্ষকরা নিজেরাই তালা ঝুলিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। তারা উপাচার্যের পদত্যাগ চান। গত বছরের ভর্তি পরীক্ষা এখনও অনুষ্ঠিত হয়নি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অথচ আগামী ১ এপ্রিল শুরু হতে যাচ্ছে আরেকটি ব্যাচের এইচএসসি পরীক্ষা। ২১টি বিভাগে ৫ হাজার ৫৫৮ ছাত্রছাত্রী পড়েছেন দুর্ভাবনায়। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের কারণে বন্ধ রয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বাস দুর্ঘটনায় এক ছাত্রের নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীরা নির্বিচার গাড়ি ভাঙচুর করলে কর্তৃপক্ষ ইবি বন্ধ করে দেয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বহনকারী ৩৫টি বাসই বেসরকারি মালিকদের। এ ঘটনার পর তারা আর গাড়ি দিতে রাজি নন। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে গাড়ি চালাতে গিয়ে ক্ষয়ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণের লিখিত আশ্বাস চান তারা। কর্তৃপক্ষ তা দিতে পারছে না। এতে থমকে গেছে ইবির পড়াশোনা, ক্লাস ও পরীক্ষা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টি বিভাগের ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবনও এখন ঘোর অমানিশায়।

এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে গত ছয় মাস ধরেই নিয়মিত ক্লাস হচ্ছিল না। গত জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পুরো পুরি বন্ধ হয়ে আছে। টানা বন্ধের কারণে এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবন আটকে গেছে দুঃসহ সেশনজটে। বিশ্ববিদ্যালয় দুটির উপাচার্য সমকালের সঙ্গে আলাপকালে বলেছেন, তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নিজের ক্ষোভ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের কারণ হতে পারেন? এটা কিছুতেই হওয়া উচিত নয়। ছাত্রদের বুঝতে হবে তারা এ দেশের দরিদ্র মানুষের ট্যাক্সের টাকায়

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শিক্ষকরা বন্ধ রেখেছেন রোকেয়া

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পড়াশোনা করেন। শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া থাকতেই পারে; তবে তাদের মতো সম্মানিত মানুষরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন, তবে দুঃখের জায়গা থাকে না।

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় : উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে 'সমন্বিত অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদে'র ব্যানারে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি টানা ৬ মাস ধরে আন্দোলন করছে। আন্দোলনে কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের একটি অংশও রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে প্রশাসনিক ও একাডেমিক সকল ভবনে তালা দিয়ে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজেরাই বন্ধ করে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম।

গত ২৭ অক্টোবর থেকে শিক্ষক সমিতি শিক্ষকদের পদোন্নতি, বকেয়া বেতন-ভাতা, শিক্ষার্থীদের ল্যাব, হল চালুসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু উপাচার্য তা আমলে না নেওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে 'সমন্বিত অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ' গঠন করা হয়। মূলত শিক্ষক সমিতি এ আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে। শিক্ষকরা প্রক্টরসহ বিভিন্ন দায়িত্ব থেকেও পদত্যাগ করেন। পরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নুর-উন-নবীর অপসারণের দাবিতে তারা এক দফা আন্দোলনে যান। ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষকরা আমরণ অনশন শুরু করেন। দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে আন্দোলন করায় এলাকাবাসী প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের ওপর হামলাও চালায়। পরে রংপুর সিটি মেয়র গত ৫ মার্চ শরবত খাইয়ে তাদের অনশন ভাঙান। তবে শিক্ষকরা অনশন ভাঙলেও অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনের ফলে উপাচার্য ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করেন। ভর্তি পরীক্ষার জন্য ৯০ হাজার ৪০০ শিক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন।

নীল দলের সভাপতি ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রধান আপেল মাহমুদ সমকালকে বলেন, আন্দোলনের কারণে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। এতে করে কয়েক বছরের সেশনজটের কবলে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। তিনি শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে আন্দোলন ছেড়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

অন্যদিকে, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও উপাচার্য অপসারণ সমন্বিত অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বায়ক ড. আর এম হাফিজুর রহমান সেলিম বলেন, উপাচার্য অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য ড. একেএম নুর-উন-নবী জানান, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে। অচিরেই একটা ফল দেখতে পাবেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের বেশকিছু দাবি মেনে নেওয়ার পরও তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন নষ্ট হচ্ছে। আন্দোলনের ফলে নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়ও পিছিয়ে পড়ছে। তাই তিনি আন্দোলন ছেড়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার জন্য সকলকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : এ বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া শহর থেকে ২৩ ও ঝিনাইদহ থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭ শতাংশ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এ দুটি শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাড়া করা বাসে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করেন। কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসে ক্লাস হয়েছে মাত্র ৪০টি। গত বছরের ৩০ নভেম্বর বাসচাপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র নিহতের জের ধরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হলে টানা ৩৭ দিন বন্ধ ছিল। ছুটি শেষে গত ৭ জানুয়ারি আবাসিক হল ও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হলেও ৯ জানুয়ারি শিবিরের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবারও ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগের তিন শতাধিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। কবে নাগাদ ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হবে এটাও অনিশ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রশীদ আসকারী বলেন, তারা ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিয়ে প্রয়োজনে শিক্ষক সমিতি বিশেষ ক্লাস নিতে শিক্ষকদের অনুরোধ জানাবে। উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহীনুর রহমান বলেন, তিনি মনে করেন কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া উচিত।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকার সমকালকে বলেন, 'শুধু বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলেই যথেষ্ট নয়, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বাস মালিকরা ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা চান। অন্য ৮/১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এটিকে মেলানো যাবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে সরকারি কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকেন না। তারা থাকেন দূরে দূরে। সঙ্গত কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তাহীনতা প্রকট।'